দৈনিক
ইত্তেফাক

07 MAR 2017
২৬ ... ৬

নারিকেলী বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে শিক্ষাদান

■ এসএম হালিম দুলাল, জামালপুর প্রতিনিধি
জেলার সদর উপজেলায় ঐতিহ্যবাহী নারিকেলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে শিক্ষাদান কার্যক্রম। প্রতিনিয়ত কোমলমতি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা মাথার উপর ভবনের মারাত্মক ফাটল নিয়ে প্রতিদিন ক্লাস করছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা স্কুলে আসছে প্রতিদিন। যে কোনো মুহূর্তে ভবনের ছাদ ধসে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

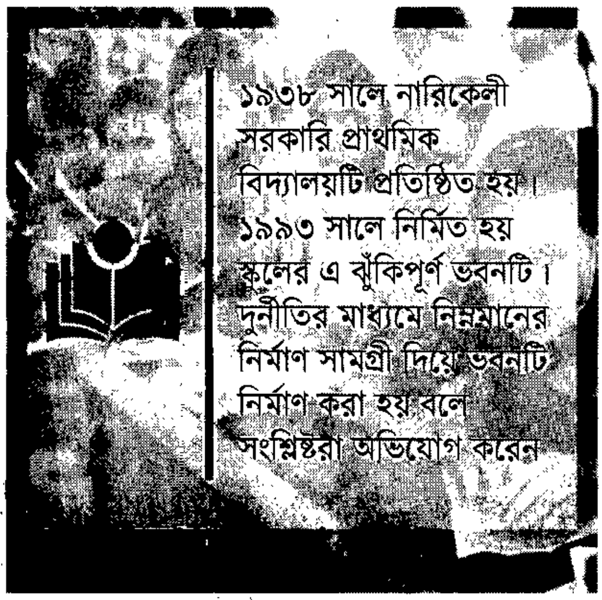

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৩৮ সালে নারিকেলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৩ সালে নির্মিত হয় স্কুলের এ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটি।

দুর্নীতির মাধ্যমে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে ভবনটি নির্মাণ করা হয় বলে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেন। তাই ভবনটিতে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ফাটল ধরে। ভাঙতে থাকে ছাদের আস্তর। স্কুলে জায়গার সঙ্কুলান না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই প্রথম শ্রেণি ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেহানা বেগম দুঃখের সাথে বলেন, আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া পাইনি। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ছোরহাব মোল্লা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে একাধিকবার জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসে লিখিতভাবে ভবন সংস্কারের বিষয়ে আবেদন করেছি। কিন্তু কোনো প্রকার সাড়া পাইনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অভিভাবক এই প্রতিনিধিকে ক্ষোভের সাথে বলেন, ছাদ ধসে ছেলে-মেয়েদের মাথার রক্ত ঝরলে অথবা প্রাণহানি ঘটলে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে।

এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার শহিদুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সরেজমিনে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসক মোঃ শাহাবুদ্দিন খান বলেন, বিষয়টি উচ্চপর্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। কোনোভাবেই শিশুদের ঝুঁকির মধ্যে রাখা যাবে না। এ দিকে সরকার পদক্ষেপ না নিলে ভবন নির্মাণের দাবিতে প্রয়োজনে আন্দোলনে যাবো বলে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও অভিভাবকরা জানান।